শৈলকুপায় সরকারি গাছ কেটে নিলো বিএনপি নেতা!

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার সারুটিয়া ইউনিয়নে প্রকাশ্যে সরকারি জায়গার গাছ কেটে নিয়েছে স্থানীয় এক বিএনপি নেতা।

গতকাল শনিবার সকালে কাতলাগাড়ী-লাঙ্গলবাধ সড়কে কাতলাগাড়ী বালিকা বিদ্যালয়ের জিচে সেচ খালের পাড়ের মেহগনি গাছ কেটে নিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে শৈলকুপার সারুটিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বাবলু ও তার ভাই পল্টু এবং চাচা শৈলকুপা নাগরিক কমিটির সভাপতি আব্দুল মজিদ মাস্টার গাছটি কেটে নিয়েছে।

সকালে ঘটনার সংবাদ সংগ্রহে গেলে শৈলকুপা প্রেসক্লাবের সদস্য রাজিব মাহমুদকে গালিগালাজ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করারও চেষ্টা করে অভিযুক্তরা।

এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ওই এলাকার দ্বায়িত্বে থাকা কার্যসহকারী রশীদ হোসেন বলেন, “যদি গাছটি তাদের জায়গায় হয়ে থাকে, তাহলে তা কাটতে পারবে। তাছাড়া সরকারি জায়গার গাছ কাটার কোন অধিকার নেই। গাছ কাটলে আমি আমার অফিসকে জানাবো। তারা তাদের মত ব্যবস্থা নিবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কাতলাগাড়ী বাজারের এক ব্যবসায়ী বলেন, দিনের আলোয় সরকারি জায়গা থেকে গাছ কেটে নেওয়ার মতো ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এই বাবলু এলাকায় এর আগেও এমন কাজ করেছে। সকালে পুলিশ এসেছিলো কিন্তু তারাও গাছ কাটা বন্ধ করতে পারেনি।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান ও কাতলাগাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের এ এস আই রবিউল ইসলামকে একাধিকার ফোন দেওয়া হলেও তারা ফোন রিসিভ করেন নি।

অভিযোগের বিষয়ে বিএনপি নেতা বাবুল বলেন, গাছটি আমাদের লাগানো। আর পানি উন্নয়ন বোর্ড আমাদের গাছ কাটার অনুমতি দিয়েছে বলেই কেটেছি।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী কাজী

মহসীন উদ্দিন বলেন, আমাদের জায়গার গাছ আমরা কি করে কাটার অনুমতি দিব। উনারা আমাদের কাছ থেকে কোন অনুমতি নেয়নি। পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাছ কেটে নিলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব।

শৈলকুপায় কৃষকদল নেতাসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় কৃষকদল নেতা ও তার ছেলের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রলোভনে এক নারীকে ধর্ষণ ও গর্ভপাতের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী আদালতে কৃষকদলের নেতাসহ চার জনকে বিবাদী করে মামলা দায়ের করেছেন। শুধু ধর্ষণ আর গর্ভপাতই নয়, প্রেম ও বিয়ের অভিনয় করে ওই নারী কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে ৭ লাখ টাকা।

এদিকে শৈলকুপা থানায় নির্যাতিত ওই নারী পৃথক একটি অভিযোগও করেন। সেই অভিযোগ তদন্ত করে পুলিশ সত্যতা পান। এ খবর নিশ্চত করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই সম্রাট মন্ডল।

ভুক্তভোগী নারীর মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত দুই বছর ধরে ওই নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন নাজমুল খন্দকার নামের এক যুবক। নাজমুল খন্দকার শৈলকূপা উপজেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব কামরুল ইসলামের ছেলে। ওই নারীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে নাজমুল খন্দকার নিয়মিত শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন। তাদের সম্পর্কের বিষয়টি নাজমুলের গোটা পরিবার জানার পরে তারা মেনে নেয়। এরপর ওই নারী নাজমুলের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন। এক পর্যায়ে ভুক্তভোগী নারী গর্ভবর্তী হয়ে পড়লে নাজমুল ও তার পরিবার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা কৌশলে ওই নারীকে ঝিনাইদহ শহরের হামদহ এলাকার রয়েল ক্লিনিকে ভর্তি করে গর্ভপাত ঘটায়।

ভুক্তভোগীর নারীর অভিযোগ, চিকিৎসা শেষ হওয়ার আগেই নাজমুল খন্দকার ও তার বাবা-মা তাকে হাসপাতালে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে নাজমুল খন্দকার ও তার বাবা-মায়ের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করেও ওই নারী কোনো সমাধান পাননি। পরে তিনি শৈলকুপা থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে থানা মামলা গ্রহণ করেনি। নাজমুল খন্দকারের বাবা

কামরুল ইসলাম রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ওই নারীকে নানা ভাবে হুমকি ধামকি দিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

ভুক্তভোগী নারী বলেন, দুই বছর ধরে নাজমুলের সঙ্গে তার সম্পর্ক। তার বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত থাকায় পরিবারের সবাই তাকে বিয়ের আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু অবাধ মেলামেশার কারণে গর্ভবতী হয়ে পড়লে ছেলের পরিবার তাকে মারধর করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তার গর্ভের সন্তান নষ্ট করে দেয়।

এ বিষয়ে কৃষকদল নেতার ছেলে নাজমুল খন্দকার বলেন, ওই নারীর অভিযোগ সত্য নয়। সে একজন প্রতারক। তার নামে থানায় কোনো মামলা হয়েছে কিনা তিনি এখনো জানেন না।

নাজমুলের পিতা শৈলকুপা কৃষক দলের সদস্য সচিব কামরুল ইসলাম বলেন, অভিযোগকারী মহিলা সম্পর্কে আমি খুব বেশি কিছু জানি না। তবে সে আমার বাড়িতে আসা যাওয়া করত এটা জানি। গর্ভপাত ও হাসপাতালে ভর্তির বিষয়ে আমি কিছু জানি না। তিনি নিউজটি এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

শৈলকূপা থানার এসআই সম্রাট মন্ডল জানান, ওই নারির অভিযোগ পেয়ে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। প্রাথমিক ভাবে অভিযোগের সত্যতা মিলেছে। তিনি জানান, এ নিয়ে যদি আদালতের কোন নির্দেশনা আসে তবে সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

শৈলকূপা থানার ওসি মাসুম খান গত শুক্রবার রাতে জানান, এ বিষয়ে শৈলকুপা থানায় আদালতের নির্দেশে মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, মামলা নং ০৪/২৫। তিনি জানান, ভুক্তভোগী নারি সম্ভবত খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। তাকে প্রলোভনে ফেলে নির্যাতন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতের আদেশ হাতে পেয়েছি। আদালত মামলা গ্রহনের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে থানায় মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে বাস উল্টে গর্তে,

ছাঁদ ঝুলছে গাছের ডালে

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে রাস্তার পাশের গর্তে পড়ে যায় এসময় বাসের ছাঁদ খুলে গিয়ে গাছের ডালে ঝুলে থাকে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৪ জন তবে কোন মৃত্যুও সংবাদ পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে ‘এফকে ডিলাক্স’ নামের একটি যাত্রীবাহী বাস ঢাকা থেকে কুষ্টিয়া হয়ে শৈলকুপা যাচ্ছিল। পথে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের শৈলকুপা উপজেলার বড়দাহ এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এতে বাসটি সড়কের পাশের একটি গাছে ধাক্কা খেয়ে গর্তে পড়ে যায়।

স্থানীয়রা জানান, দুর্ঘটনার সময় বাসের ছাঁদ আলাদা হয়ে গাছের ডালে ঝুলে থাকতে দেখা যায়, যা ছিলো এক অভাবনীয় ও ভীতিকর দৃশ্য। দ্রুতই পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুম খান বলেন, “দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। চারজন আহত হয়েছেন, তাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাস এবং ছাঁদ সরিয়ে সড়ক পরিষ্কার করা হয়েছে।”

শৈলকুপায় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতি

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গভীর রাতে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে এক প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

বুধবার (২৩ এপ্রিল) রাত ৩টার দিকে উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের চরগোলক নগর গ্রামের প্রবাসী টিপু সুলতানের বাড়িতে এ ডাকাতির

ঘটনা ঘটে।

সিংঙ্গাপুর প্রবাসী টিপু সুলতানের বাবা আইনুদ্দিন শেখ জানান, রাতের খাবার খেয়ে পরিবারের সবাই ঘুমিয়ে পরেছিল। রাত ৩টার দিকে একদল ডাকাত বাড়ির গেট ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে পরিবারের সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মেেও ফেলার ভয় দেখিয়ে সব কিছু হাতিয়ে নেয়।

ডাকাতদল ঘর থেকে প্রায় ৮ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেছে টিপু সুলতানের পরিবার।

শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, বিষয়টি রহস্যজনক মনে হচ্ছে। এরকম ডাকাতির ঘটনা ঘটলে তারা তো রাতেই আমাকে জানাতো। তারপরও পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নিব।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মহাসড়ক অবরোধ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় শেখপাড়া দুঃখী মাহমুদ (ডিএম) ডিগ্রি কলেজের মাঠে বসতি স্থাপনা নির্মাণের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১টায় ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের শেখপাড়া এলাকায় তারা ঘণ্টাব্যাপী এ অবরোধ কর্মসূচি পালন করে।
এ সময় শিক্ষার্থীরা মহাসড়কের উপরে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শণ করে।

অবরোধ চলাকালে শিক্ষার্থীরা, ‘কলেজ মাঠে স্থাপনা মানি না মানব না’, ‘অবৈধ স্থাপনা মানি না মানব না’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকে। পরে বেলা সাড়ে ১২টায় যৌক্তিক সমাধানের প্রতিশ্রুতিতে মহাসড়ক ছেড়ে দেয় শিক্ষার্থীরা। তবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে স্থাপনা না সরালে আবারও রাস্তায় নামবে বলে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে।

জানা গেছে, কলেজ মাঠের ২৭ শতাংশ জমি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। কয়েকদিন

আগে জমির প্রকৃত মালিক কলেজ মাঠে স্থাপনা নির্মাণ করলে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে সরব হয়। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলেন, কলেজ মাঠে স্থাপনা নির্মাণের ফলে আমরা খেলাধুলা করতে পারছি না। কলেজের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। কলেজ মাঠে স্থাপনা নির্মাণ আমরা মানব না, আমরা সুষ্ঠু সমাধান চাই। তা না হলে আমরা আরও কঠোর আন্দোলনে যাব।

শেখপাড়া দুঃখী মাহমুদ (ডিএম) ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মো. আসাদুর রহমান জানান, জমিটি এওয়াজ করা হয়েছিল, রেজিষ্ট্রি না থাকায় সেখানে স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে, একারণে শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করেছে। আশা করি দ্রুতই এর সুন্দর সমাধান হয়ে যাবে। স্থাপনা নির্মাণকারীদের কাউকে পাওয়া যায়নি তাই এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

শৈলকুপায় চাঁদা না দেয়ায় এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে জখম

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় চাঁদা না দেয়ায় আলম শেখ (৫০) নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা।

হামলার শিকার হয়ে গুরুত্বর আহত অবস্থায় শৈলকুপা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আলম শেখ। সে কাঁচেরকোল ইউনিয়নের মির্জাপুর গ্রামের লুৎফর শেখের ছেলে। রোববার সন্ধার পর এ হামলার ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, পার কাচেরকোল গ্রামের হাজী শওকত (শহীদ) এর গরু ফার্মে কাজ করতেন আলম শেখ। সম্প্রতি ফার্মের মালিককে স্থানীয় কিছু চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীরা মোটা অংকের চাঁদা দাবী করে। চাঁদা না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে গরুর ফার্মের ম্যানেজার আলম শেখের উপর দেশীয় অস্ত্র ও লাঠি নিয়ে হামলা করে গুরুত্ব জখম করে চাঁদাবাজরা। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত আলম শেখ জানান, দীর্ঘদিন ধরে গরুর

ফার্মের মালিক শহীদকে কিছু চাঁদাবাজ চাঁদার দাবিতে হুমকি ধামকি দিয়ে আসছিলো। ফার্মের মালিক দেশের বাইরে থাকায় চাঁদা না পেয়ে তারা ফার্মে উৎপাত চালিয়ে আসছিলো। রোববার সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরার উদ্দেশ্যে ফার্ম থেকে বের হন তিনি। এসময় পেছন থেকে এসে কাঁচেরকোল গ্রামের লতিফ খার ছেলে ইসমাইল, তুজাম মোল্লার ছেলে শাহিদ, নারজু শেখের ছেলে হৃদয়সহ বেশ কয়েকজন তার উপর দেশীয় অস্ত্র ও লাঠি দিয়ে হামলা করে। হামলাকারী চাঁদাবাজরা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মাদক কারবার ও শালিস ব্যবসাসহ বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম চালিয়ে আসছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এ ঘটনায় তিনি থানায় মামলা করবেন বলে জানান।

শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান জানান, লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শৈলকুপায় আবারো দু’পক্ষের সংঘর্ষে ২৫ জন আহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আবারো দু’পক্ষের সংঘর্ষে কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, বিষ্ণুপুর গ্রামের স্থানীয় ইউপি সদস্য কপিল বিশ্বাসের সাথে রইচ উদ্দিন সমর্থকদের এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলছিল। এরই জেরে বৃহস্পতিবার রাতে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায় এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়।

এরই জের ধরে শুক্রবার সকালে আবারো উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২৫ জন আহত হয়। ভাংচুর করা হয় বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ও দোকানপাট। খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুম খান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তবে তাৎক্ষণিক ভাবে কাউকে আটক করা যায়নি। তবে এরই জেরে গত বৃহস্পতিবার রাতে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়।

শৈলকুপায় গড়াই নদীর সেই কুমির আটক করলো গ্রামবাসী

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গড়াই নদীর সেই আলোচিত কুমিরটি আটক করেছে স্থানীয়রা।

গতকাল বুধবার (১২ মার্চ) রাত ৯ টার দিকে উপজেলার হাকিমপুর সুবিদ্দাহ গোবিন্দপুর একটি বাড়ি থেকে কুমিরটিকে আটক করা হয়।

স্থানীয়রা জানায়, সুবিদ্দাহ গোবিন্দপুর গ্রামের একটি বাড়িতে গড়াই নদী থেকে উঠে আসে কুমিরটি। তখন এলাকাবাসী বিষয়টি জানতে পেরে মাছ শিকার করা জাল দিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে কুমিরটিকে। তাদের জালে আটকা পড়ে কুমিরটি। সকলে মিলে কুমিরটিকে রশি দিয়ে বেঁধে ব্যাটারিচালিত ভ্যানে করে এলাকায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

ওই এলাকার বাসিন্দা সোহাগ বলেন, হঠাৎ জানতে পারি আমাদের গড়াই নদীতে ভেসে বেড়ানো চারটি কুমিরের মধ্যে একটি কুমির লোকালয়ের একটি বাড়িতে উঠে এসেছে। আমরা সকলে মিলে কুমিরটিকে জাল দিয়ে আটক করেছি।

জেলা বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, গড়াই নদীতে ভেসে বেড়ানো কুমিরটি রাতে একটি বাড়িতে উঠে এলে স্থানীয়রা কুমিরটিকে আটক করে। খবর পেয়ে বন বিভাগের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। খুলনা থেকে আমাদের একটি টিম ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। তারা পৌঁছে কুমিরটি উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শেষে উপযুক্ত স্থানে অবমুক্ত করবে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় দু’পক্ষের সংঘর্ষে ২০ জন আহত

ঝিনাইদহের শৈলকপায় পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে।

বুধবার সকালে শৈলকুপা উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের বারইপাড়া গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, বারইপাড়া গ্রামের মন্টু মোল্লা একই গ্রামের লিখন হোসেনের কাছে জমিতে হালচাষ করা বাবদ এক হাজার টাকা পেত। মঙ্গলবার রাতে সেই টাকা চাওয়া নিয়ে দু’জনের মাঝে বাক-বিতন্ডা হয়। তারই জের ধরে বুধবার সকালে দু’পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে দু’পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে স্বপন বিশ্বাস নামের একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ফরিদপুর মেডিকেলে রেফার্ড করা হয়েছে।

শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান জানান, দু’দলের সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়েছে। সেখানে পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেছি। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মসজিদ থেকে জুতা চুরি নিয়ে দুই

গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ১০

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মসজিদ থেকে জুতা চুরিকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে।

গতকাল বুধবার (৫ মার্চ) রাত ১০ টার দিকে উপজেলার গোকুলনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে এক ব্যক্তির অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে দিগনগর ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক ও ইউপি সদস্য মতিয়ার রহমানের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। বুধবার রাতে আব্দুল মালেকের এক সমর্থকের জুতা চুরি হয়। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বাক-বিতন্ডা হয়। পরে দুই গ্রুপের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার পরিদর্শক(তদন্ত) শাকিল আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।